প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

# KHABOR SOJASUJI
# খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র



খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com



Vol-1 ● Issue-23 ● Bardhaman ● 15 May, 2024 ● Rs. 2.00 ( Four Pages ) ● Publisher - Israil Mallick


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খবর সোজাসুজি'র শারদীয় উৎসব সংখ্যা -২০২৪ এর জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।লেখা হতে হবে অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত।ইচ্ছুক ব্যক্তিরা লেখা পাঠান হোয়াটস অ্যাপে(৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮)টাইপ করে ৩১ মে'র মধ্যে। লেখা বিবেচিত হলে প্রকাশিত হবে।

## এক নজরে

● হুগলিতে প্রচারে অনেক এগিয়ে তৃণমূল। তৃণমূল যেভাবে রাতদিন এক করে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছে বিরোধীদের কিন্তু সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। এবার কি ফাঁকা মাঠে গোল দেবে তৃণমূল ?

● অভিযোগ,ঘটনা ঘটেছে রাজভবনের ভিতরে,কিন্তু সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হল রাজভবনের বাইরের! এতে কি কিছু প্রমাণ হল ? বিতর্ক কমার বদলে আরও তো বাড়ল !

● বিজেপি বলছে তৃণমূল চোর। কিন্তু বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে কোন্ মন্ত্রবলে চোরেরা সাধু হয়ে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। জনগণ দেখতে চায় বিজেপির ওয়াশিং মেশিনটা কেমন ?

● হুগলিতে এবার তৃণমূলের অগ্নি পরীক্ষা। সংগঠন কতটা মজবুত তা প্রমাণ দেবার পালা। তৃণমূলের হারাবার কিছু নেই,নতুন করে পাবার আছে।তাই হারানো গড় পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল।

● রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ একশো দিনের কাজ,আবাস যোজনার ঘর। পঙ্গু গ্রামীণ অর্থনীতি। কথা ও কাজের মধ্যে মিল নেই কেন্দ্রের।তাই শুধু ভাষণ বাজিতে এবারে চিঁড়ে ভিজবে না বলেই মনে হয় !

● সন্দেশখালি কান্ড নিয়ে উঠছে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। অভিযোগ,পাল্টা অভিযোগ চলছে।দ্রুত সত্য প্রকাশ্যে আসুক,বন্ধ হোক মহিলাদের সম্ভ্রম নিয়ে ভোটের রাজনীতি, চাইছেন মানুষজন।

● রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের মুখে অশালীন কথাবার্তা দিন দিন বাড়ছে, চলছে ব্যক্তি আক্রমণ, কুৎসা। নীতি নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। গণতন্ত্রের পক্ষে এটা সুস্থতার লক্ষণ নয়।

● অনেকেই এখন পাঁচিলের ওপর বসে জল মাপছে।যে দল জিতবে এরাই আগে আবির মেখে সেই দলের পতাকা ধরে গলা ফাটাবে।সাবধান ! সব দলের পক্ষেই কিন্তু ক্ষতিকর এই সব মানুষজন।

● রেশনে ফ্রি'তে চাল দিয়ে নিজেদের ঢাক পেটাতেই ব্যস্ত সকলে। স্বাধীনতার


(এরপর চারের পাতায়)


## পদ্ম কাঁটা সরিয়ে হুগলিতে কি এবার ফুটতে চলেছে ঘাসফুল ! জল্পনা তুঙ্গে



ইসরাইল মল্লিক -এবারে রাজ্যে নজরকাড়া কেন্দ্র হুগলি।সবার নজর হুগলিতে। কি হয় কি হয় ভাব। উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বাড়ছে।ভোট যত এগিয়ে আসছে বাড়ছে রাজনীতির পারদও। বাড়ছে প্রচারের ঝাঁঝ।ঝড়ের গতিতে প্রচার করছে তৃণমূল,বিজেপি, সিপিএম সব দল।যদিও হুগলিতে এবারে মূল লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির। সম্মুখ সমরে টলিউডের জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী - রচনা ব্যানার্জি ও লকেট চ্যাটার্জি।হুগলির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রতিদিন ছুটে চলেছেন লকেট। দিন রাত এক করে প্রচার করছেন রচনাও। হারানো গড় পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল। এদিকে আবার বাম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষও জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন। বামেরা কতটা ভোট টানবে সেই অঙ্ক কষতেই ব্যস্ত তৃণমূল আর বিজেপি। বামেদের ভোট এবার বাড়বে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যদি বামেদের ভোট বামে ফিরে আসে তাহলে ভোট কাটাকাটির খেলায় অবশ্যই লাভ তৃণমূলের। তবে বাস্তবিক যা পরিস্থিতি, হুগলিতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে লকেট। লকেটের বড় বাধা সাংগঠনিক দুর্বলতা। গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত বিজেপি। আর চারদিন পর ভোট। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ জায়গাতেই বুথে বুথে দেখা নেই কর্মী সমর্থকদের। দেওয়ালে দেওয়ালে সেভাবে ফোটেনি পদ্ম।ধনেখালি ব্লকে সমস্যাটা আরও


(এরপর তিনের পাতায়)

## শ্রীরামপুরে নির্বাচনী জনসভায় বিস্ফোরক নওসাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা - শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী সাহারিয়ার মল্লিকের সমর্থনে শনিবার শ্রীরামপুরের নবাবপুর, চাকুন্ডী স্কুল মাঠ এবং বাঙ্গিহাটি মাঝের পাড়ায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, শ্রীরামপুরের বিদায়ী সাংসদ সংসদে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতির নকল করছেন। এইসব ভাঁড়ামো না করে তিনবারের এই সাংসদ সংসদ তহবিলে গত পনেরো



বছরে যে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা পেয়েছেন, সেই টাকায় এলাকার কি উন্নয়ন করেছেন, তার হিসেবটি দিয়ে দিন। নওসাদ সিদ্দিকী নির্দিষ্টভাবে বলেন, ফুরফুরা শরিফ তো এখনও রেলের মানচিত্রে এলো না। এই বিষয়ে তাঁর কি ভূমিকা, সেটা জনগণের সামনে বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করছি। আইএসএফ চেয়ারম্যান তাঁর দলের বিরুদ্ধে নানান কুৎসা, অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও সরব হন। তিনি বলেন, মুসলমানের দল বা বিজেপি'র দালাল বলে আইএসএফকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। বঞ্চিত, নিপীড়িত, অসহায় মানুষদের হকের কথা আইএসএফ লাগাতার ভাবে বলে যাবে।তাতে কে কি বললো তাতে দলের কিছু এসে যায় না।সংসদে জনগণের কণ্ঠকে জোরদার করতেই তাই চুপচাপ খামে ছাপ দিয়ে আইএসএফের প্রতিনিধিদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।বিজেপি ও তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করে নওসাদ প্রশ্ন তোলেন,কৃষকদের বিরুদ্ধে যখন সংসদে দানবীয় আইন পাশ করানো হচ্ছিল,তখন ঐ জুমলাবাজ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা নীরব ছিলেন কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর কেন পাওয়া যাচ্ছে না ? এরপরেই নওসাদ বলেন, এই কারণেই পাওয়া যাচ্ছে না কারণ বকলমে তৃণমূল কংগ্রেস ঐ আইন পাশ করতে সাহায্যই করেছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। তিনি আরও বলেন, বিজেপি ও তৃণমূল একে ওপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে চলেছে।কৃষকেরা যখন সর্বভারতীয় ধর্মঘট ডেকেছিল তখন এই রাজ্যে ঐ ধর্মঘট ভাঙতে তৃণমূলীরা সক্রিয় ছিল। ধর্মঘটকে সমর্থন করার জন্য আইএসএফ কর্মীরাও সেই সময় আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন



রচনা ব্যানার্জির সমর্থনে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে শুক্রবার বিকেলে ধনেখালিতে ঝড় তুললো তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা ব্রিগেড।

পান্ডুয়ায় বোমা বিস্ফোরণে আহত কিশোরদের দেখতে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)


# খবর সোজাসুজি

Volume-1 ● Issue-23 ● 15 May, 2024


## চাপান-উতোর

চলছে ভোট যুদ্ধ। সারা দেশের সঙ্গে ভোট উৎসবে সামিল গোটা বাংলা। ভোট যত শেষ হয়ে আসছে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক তাপ উত্তাপ। ভোট ময়দানে একে অন্যকে টেক্কা দিতে মরিয়া সব পক্ষ। নীতি নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। মুখে অশালীন কথাবার্তার ফুলঝুরি। সন্দেশখালি কিংবা রাজভবন কান্ড - সব বিষয়েই উঠছে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। আর সে নিয়েই চলছে চাপান -উতোর। এ ওর ঘাড়ে দোষ ঠেলতে ব্যস্ত।নেই কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা, চলছে ব্যক্তি আক্রমণ আর কুৎসার বন্যা। কাদা ছোড়াছুঁড়িতেই ব্যস্ত তৃণমূল আর বিজেপি। আর দর্শকের ভূমিকায় বোকা জনগণ। বেকারত্ব,দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি,গ্যাসের দাম বৃদ্ধি,সারের দাম বৃদ্ধি,কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম,কর্মসংস্থান - এ সব নিয়ে মুখে একটাও কথা নেই কারো। পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি,কালোবাজারি এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা গুলো থেকে নজর ঘোরানোর মরিয়া চেষ্টায় ব্যস্ত সবাই। যে কোনো ভাবে সব কিছু গুলিয়ে দিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা। বিগত পাঁচ বছরে কি করেছি,আর জিতলে আগামী দিনে কি করবো সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোনো কথা নেই। জনসেবার নামে নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত রাজনীতির কারবারীরা। বর্তমান রাজনীতিতে ভালো মানুষ যে নেই তা নয়,কিন্তু সংখ্যাটা নগণ্য। খারাপের ভিড়ে ভালো মানুষেরাও আজ বদনামের ভাগীদার। রক্ষককেই দেখা যাচ্ছে ভক্ষকের ভূমিকায়। রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও উঠছে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ! সন্দেশখালি নিয়েও উঠছে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। মানুষ আজ বিভ্রান্ত। কোন্ টা সত্যি,কোন্ টা মিথ্যে ? তাই রাজনৈতিক চাপান-উতোর নয়, প্রকাশ্যে আসুক আসল সত্যি। অবিলম্বে বন্ধ হোক রাজনৈতিক স্বার্থে মেয়েদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

## আমার সন্তান

**তন্ময় কবিরাজ**

যে বিশ্বাসে সন্তানের জন্ম দিই
আজ তারই মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না
মরে যাক সুখ,নিহত স্বপ্নের পাশে
তোমার দুর্নীতির আলো জ্বলে উঠে

কি খেয়ে বাঁচবে আমার সন্তান ?
ভুলে ভরা বইয়ের পাশে ঘুষ খাওয়া শিক্ষক
আমার ছেলে মানুষ হবে না কোনোদিন
তুমি ধোঁয়া দেখে উন্নয়ন বলো
আমি বলি বেকারত্বের চিৎকার

মরে যাক,বেঁচেও তো মরেই থাকবে
পঙ্গুত্বের জীবনে নিজের কিছু করার নেই
আমার শিক্ষা আমিই বেকার
তোমার ভাতায় বিক্রি হয় ভোট

আমার সন্তান নাগরিক হবে না
লাল সবুজের ভিড়ে হারিয়ে যাবে কোনোদিন
যৌবনে তার বসন্ত নেই
নিজের রক্তে নিহত সুখের উল্লাস

অপু কোথায় ? ফেলুদা আছে ?
রবীন্দ্রনাথ তো নেতার ভাষণ !
যারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে
তাদের হাতেই আমার সন্তানের ভবিষ্যত

তোমরা থাকো,দেশ তোমার
আমার কাছে মায়ের শোক
লজ্জা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি বহুদূর
চারদিকেতে মণিপুর
দেওয়াল চাপা নাগাল্যান্ড

এইতো আছি, এইতো নেই
বাঁচার জন্য আর কটা দিন
আমি মরলে রাজনীতি করো
আমার ভিটের দখল নিও

শুধু আমার সন্তানকে বাঁচতে দাও।

## নিয়মমাফিক

**বিজন দাস**

এপারে তাপ ওপারে তাপ
তাপ সুনামীর তোড়ে
জ্বলতে জ্বলতে সময় ছোটে
অগ্নিরথে চড়ে।

এপার আগুন ওপার আগুন
নানা আগুন জাগে
মুচকি হেসে তাপ বলে যায়
দেখ না কেমন লাগে।

গাছ কেটে সব শেষ করেছ
মনেতে উচ্ছাস
গাছ গাছালির সবুজ মেরে
করছ মরুর চাষ।

জল হারা সব নদীগুলো
ধু ধু বালির চরে
দেশ জ্বলছে দশ জ্বলছে
ঘর জ্বলছে ঘরে।

হারিয়ে ফেলছে ক্রমে ক্রমে
মানুষ নিজের বোধ
প্রকৃতি তাই নিয়মমাফিক
নিচ্ছে প্রতিশোধ।

## ভাগ না হওয়া কবি

**পার্থ পাল**

বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের অত্যন্ত গরিব ঘরের ছেলে সে। অল্প বয়সেই বাবা মারা গেলেন। মা বিয়ে করলেন কাকাকে। ঘটনাটি তার সহ্য হলো না। ভিড়ে গেল লেটো গানের দলে। গ্রাম্য ভাষায়, হালকা চলনে, নেচে নেচে এ গান গাওয়া হত। ছেলেটি সেখানে গান লিখল, পালা লিখল। জনপ্রিয়ও হল সেগুলি। তখনই আসানসোলের একজন রেলগার্ডের নজরে পড়ে গেল সে। তিনি ছেলেটিকে যত্ন করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। এবং শেখালেন হারমোনিয়াম বাজানো। কিন্তু সেখানেও তার মন টিকলো না। চলে গেল কয়লা খনির শ্রমিক মহল্লায়। নেচে গেয়ে, আনন্দ দিয়ে তাদের মাত করে দিলেন। এবং এরই ফাঁকে তাঁর শেখা হয়ে গেল শ্রমিকদের মাদল বাদ্যযন্ত্রটির বোল। এরপর কাজ নিলেন কে এম বক্সের রুটির দোকানে। অমানুষিক পরিশ্রমের সাথেই চলল গানচর্চা। পরে, এক সহৃদয় দারোগার উদ্যোগে সে চলে গেল ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুরে। কিছুদিন সেখানে থেকেও মন বসলো না। চলে এলো সিয়ারশোলে। শুরু হল বিদ্যালয়ের শিক্ষা। কিন্তু শেষ হলো না। মাত্র তিন বছর পড়েই সে ব্রিটিশ সরকারের হাবিলদার হিসেবে চলল যুদ্ধক্ষেত্রে।

ফিরে এসে শুরু হল কাব্যচর্চা। ততদিনে ছেলেটি ' সে ' থেকে ' তিনি ' হয়েছেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে ' ধুমকেতু ' পত্রিকায়। থাকেন কলকাতার মেসে। সঙ্গী, বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মজফফর আহমেদ। মূলত আহমেদ সাহেবের সাহচর্যেই তিনি, নজরুল ইসলাম কিছুটা থিতু হলেন। নিরন্তর চলতে থাকল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। তিনি উপহার দিলেন 'বিদ্রোহী' কবিতা। বাংলার বিপ্লবীদের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। প্রমাদ গুনল ব্রিটিশ সরকার। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল তাঁর। জেল ফেরত নজরুলের কলম শানিত হল আরও। এবার কবিতার সঙ্গে গানও লিখতে লাগলেন। পড়ে, মুখস্থ করে ফেললেন অধিকাংশ রবীন্দ্রসঙ্গীত ! ' কুরআন ' যাঁর মুখস্থ, তাঁকে হাফিজ বলা হয়। মুজফফর আহমেদ সেই অনুসঙ্গেই নজরুলকে বলতেন ' রবীন্দ্রসংগীতের হাফিজ '।

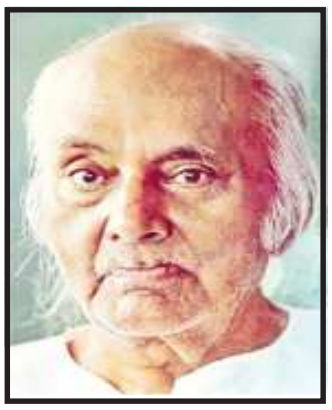

সমাজকে তিনি ঘুরে ঘুরে চিনেছেন। তাই সামাজিক বৈষম্য, জাতপাত, ধর্মীয় হানাহানি - গোঁড়ামির অসারতায় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। সেই ব্যথা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য কালজয়ী কবিতা। তেমনই কয়েকটি আপাত কম পরিচিত নমুনা এখানে তুলে ধরা হল।

১ . পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর / বিধির বিধান সত্য হোক / খোদার উপর খোদকারী তোর -/মানবে না আর সর্বলোক।

২. জাতের চেয়ে মানুষ সত্য / অধিক সত্য প্রাণের টান / প্রাণ ঘরে সব এক সমান।

৩. ভগবানের ফৌজদারি কোর্ট নাই সেখানে জাত বিচার / (তোর ) পৈতে, টিকি, টুপি, টোপর সব সেথা ভাই একাক্কার !

৪. বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন্ সে জাত / কোন্ ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ।

সাহিত্যজীবনে তিনি এমনই চিন্তাভাবনা প্রতিফলন রেখে গেছেন অগুন্তি। তিনি চাইতেন মানবধর্মে দীক্ষিত এক সাম্যবাদী সমাজ। যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভাই বলে বুকে টেনে নেবে। তাই চরম আশাবাদে তিনি লিখে গেছেন, '' যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া, / সেই লাঠি কালি প্রভাতে করবে শত্রুদুর্গ গুঁড়া। '' নজরুল ইসলাম তাঁর গানে যেমন নবী বন্দনা করেছেন তেমনি ভাব তন্ময়তার নিদর্শন রেখেছেন শ্যামাসঙ্গীত ও ভক্তিগীতিতে। তাঁর প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণমোহাম্মদ! কত বড় সাহসী ও আধুনিক মনন হলে তবে সেই সময়ে এই কাজ করা যায় পাঠক ভেবে দেখবেন।

তাঁর সাহিত্য জীবন মাত্র তেইশ বছরের। ১৯৪২ সালে তাঁর ডিমেনশিয়া রোগ ধরা পড়ে। লন্ডন নিয়ে গিয়ে তাঁর উচ্চমানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যা ফলপ্রসু হয়নি। দেশে ফিরে শুরু হয় নিভৃত জীবনযাপন। বাংলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই দুঃসময়ে তাঁকে কিছুটা সহায়তা করেন। ১৯৭২ সালে নতুন বাংলাদেশ সরকার এদেশের সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যায় ; এবং নাগরিকত্ব দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ইচ্ছায় তাঁকে 'একুশে পদক ' দেওয়া হয়। এদেশের ' পদ্মভূষণ ' এবং ওদেশের 'একুশে পদক' পাওয়া নজরুল ইসলাম সবার হৃদয়ে উজ্জ্বল আছেন; থাকবেনও বহুকাল। আর এক প্রখ্যাত কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় বলা যায়, '' ভুল হয়ে গেছে বিলকুল / আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে - / ভাগ হয়নিকো নজরুল।"

## গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী বিচার বিভাগ

**তন্ময় কবিরাজ**

বর্তমানে ভারতের বিচারব্যবস্থায় শাসকের হস্তক্ষেপ হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে হরিশ সালভে,মনন কুমার মিশ্র,চেতন মিত্তলের মত ৬০০ জন নামি দামি আইনজীবি দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন।আবার অন্যদিকে সেই শাসকের সমর্থনেই ভোটের প্রচার করছেন আইনজীবিদের একাংশ। বর্তমান ভারতের রাজনীতি এতোটাই অসুস্থ ও পক্ষপাতমূলক যে রাজনীতিতে এসে কেউ দেশের জন্য ভালো কাজ করবে এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারেন না। বরং উল্টোটাই ভাবে এবং সেটাই হয়। রাজনীতি অর্থ আর ক্ষমতার সমাগম। শাসক সবাই সমান,দাঁড়িপাল্লাতে কেউ একটু কম তো কেউ একটু বেশি। দুর্নীতি সবার আছে। রাজনীতির দূষণ চলে আসছে আদালতেও। তাই মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিকে বলতে হয়, 'আদালতের পবিত্রতা নষ্ট করবেন না।' আদালতে আইনের কথা হবে,সেখানে ন্যাচারাল জাস্টিস যেমন থাকবে তেমনি থাকবে রুল অফ ল। সংবিধান শাসনবিভাগকে বিচারবিভাগ থেকে আলাদা করার নির্দেশ দিয়েছে (৫০নং ধারা),আবার নাগরিক জীবনের কর্তব্য রাখা। কিন্তু শাসক বারবার বিচারবিভাগকে আইনজীবী,অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা ব্যক্তিগত অধিকার।তবে মেঘালয়ের বিচারপতিদের রাজনীতিতে না আসাটাই তাঁদের দলে নিচ্ছেন তাদেরও ভাবা উচিত। উচিত।২০০৬ সালে 'সওয়াল জবাব চলছে'-সম্পর্ক নিয়ে লিখেছিলেন,''ওটি জটিল দু'পক্ষকেই।" আজ মক্কেল-উকিল সম্পর্ক এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কথাগুলো আজ উঠছে কারণ কামদুনি রায়ের পর টুম্পা,মৌসুমী অভিযোগ করছে, সরকারি উকিল টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। দেশের ধনী উকিল প্রবীণ বয়সে লন্ডনে বিয়ে করছেন। ভারতের মত সমাজে এ হেন জীবন যদিও সর্বজন গ্রাহ্য নয়। সংবিধানে যেমন ২১নং ধারা আছে, তেমনি কাস্টম বা প্রথার উর্ধ্বে কেউ নয়। জুরিস্প্রুদেন্স এ সালমন্ড বলছেন, কাস্টমে সমগ্র জাতির সম্মতি থাকবে। অ্যালানও সালমন্ডকে সমর্থন করেছেন। বর্তমানে আইন ব্যবসা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে জুরিস্প্রুদেন্স এর কোন মূল্য নেই ! বিভিন্ন রাজ্যের জুডিশিয়ারি পরীক্ষায় পাঁচটা মেজর অ্যাক্টই অর্থাৎ আইপিসি, সিআরপিসি, সিপিসি, এভিডেন্স আর কনস্টিটিউশন কোর্স পড়ানো হয়।কিন্তু আইনে জুরিস্প্রুদেন্স না পরলে যেমন ভালো বিচারক হওয়া যায় না,তেমনি ভালো উকিলও হওয়া যায় না।তাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন,

ভালো আইনজীবী হতে হলে আগে ভালো মানুষ হতে হবে।১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর থেকে যেমন নরমপন্থীদের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়েছিল মানুষ,আজ তেমনি উকিলদের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছে।অরবিন্দ ঘোষকে বাঁচাতে এসেছিলেন আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাস। ইতিহাস বলছে,দক্ষ সংগঠকরা দক্ষ আইনজীবী ছিলেন।আদর্শ মূল্যবোধ ছিল।আজ অভিযোগ উঠছে,আইনজীবী পুলিশ সেটিং! আইনজীবী পুলিশ দোস্তি এমন যে ওই থানার যাবতীয় মামলা ওই আইনজীবী করবে। ফলে জুনিয়র বা অন্য উকিলের কাছে মামলা নেই। ছবিটা আরও করুণ যখন কোর্টের বিভিন্ন অফিসে কাটমানি দিতে হয়,ফাইল দেখতে গেলে পয়সা,আসামি দেখতে গেলে পয়সা।এটাই সিস্টেম ! অপরাধের কিছু নেই ! নিচু তোলার কোর্টের অবস্থা আরও খারাপ। নিরাপত্তাহীনতা। রাজনীতি এমন জায়গায় গেছে যে সিভিল বিবাদ পার্টি অফিস থেকে আর ক্রিমিনাল কেস থানা থেকেই মিটে যায়। ভূমিসংস্কার দপ্তর তো ঘুঘুর বাসা।জেলা ভাগ হচ্ছে, কোর্টের জুরিসদিকশন কমছে। প্রশ্নটা হচ্ছে মূল্যবোধের। সেই মূল্যবোধ আজ অলীক বলেই হয়তো আবার প্রাথমিকে বর্ণপরিচয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

কবি জীবানন্দ বলেছিলেন, পৃথিবীতে নেই কোন বিশুদ্ধ চাকরি।চারদিকে দুর্নীতির মনোপলি।সফোক্লিসের থেবসের মত নৈরাজ্য।তাই সরকার প্রতিদিন কোর্টে যাচ্ছে।তথ্য বলছে,আইনজীবীদের খরচ বেড়ে হয়েছে ৩১২.৫শতাংশ,২০১৪-১৫তে ছিল ২৪কোটি, এখন সেটা ৭৫কোটি। শুধু রাজনীতি মামলা। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, এতো রাজনীতি মামলা শুনলে বাকি মামলা কখন শুনব ? পুলিশ প্রশাসন সঠিক তথ্য পরিবেশন না করলে আইনের ফাঁক গলে যে কেউ পালিয়ে যাবে। রাজনীতির চাপ যে কত গভীর তা এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুধীর আগরওয়ালের কথায় বোঝা যায়। অযোধ্যা মামলায় তাঁর উপর ছিল সে কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

আজ রাজ্যজুড়ে হাজার খানেক ল কলেজ। প্রতি বছর কয়েকশো আইনজীবী পাস করছেন।কিন্তু নির্ভীক আইনজীবী কোথায় ? যাঁদের নামডাক আছে তাঁরা কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা।ফলে বিচারের নামে সাধারণ মানুষের টাকাও লুট হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য সংবিধান যেমন ৩৯এ দিয়েছে-বিনা পয়সায় আইনি সহায়তা পাবার অধিকার, ৪১ডি তে আসামি তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে পারে। আইনজীবীর জন্য আছে অ্যাডভোকেট অ্যাক্ট ১৯৬১। সঠিক আইন জানলে মেরুদন্ড বাঁকাতে হয় না। আবার এটাও ঠিক,এটা একটা জীবিকা।শুধু বাঁচার জন্য অনেক আইনজীবী নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে। চেতনার বিকাশ কবে হবে কেউ জানে না। তাই পুলিশ কমিশনার দিল্লি বনাম রেজিস্টর দিল্লি মামলায় আদালত বারবার ন্যায় বিচারের ধ্রুবসত্যকেই তুলে ধরেছে।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

# প্রকাশিত হল উচ্চ মাধ্যমিকের ফল

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্রকাশিত হল এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল। বুধবার দুপুর ১টায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হল পরীক্ষার রেজাল্ট। ফল ঘোষণা করলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এ বছর পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ১৬ ফেব্রুয়ারি। শেষ হয় ২৯ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ পরীক্ষা শেষের ৬৯ দিনের মাথায় ঘোষণা করা হল ফলাফল। ৬০টি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ১৫টি ভাষার পরীক্ষা। চলতি বছরে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭,৬৪,৪৪৮ জন। তার মধ্যে 'রেগুলার ভিত্তিতে' মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭,৫৫,৩২৪ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬,৭৯,৭৮৪। পাশের হার ৯০ শতাংশ। জেলাভিত্তিক পাশের হারের নিরিখে শীর্ষস্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, পাশের হার ৯৯.৭৭ শতাংশ। কলকাতা রয়েছে পঞ্চম স্থানে। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ১৫টি জেলা থেকে প্রথম দশে রয়েছেন ৫৮ জন। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন অভীক দাস। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন সাম্যদীপ সাহা। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অভিষেক গুপ্ত। প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪।

মাধ্যমিকে পঞ্চম স্থানাধিকারী পূর্বস্থলীর পারুলডাঙা নসরৎপুর হাইস্কুলের ছাত্র অঘ্যদীপ বসাকের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

# অভাবকে জয় করে উচ্চ মাধ্যমিকে সফল মেঘা

নিজস্ব সংবাদদাতা -সদ্য প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল।পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির মেঘা মালিক রসুলপুর ভুবনমোহন উচ্চবিদ্যালয় থেকে এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৭৭ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। ছোটোবেলা থেকে অভাবের সঙ্গেই লড়াই করে পড়াশোনা করেছে সে।পাশে পেয়েছে মাকে। তাই মেঘা তার সাফল্য তার মাকেই উৎসর্গ

করতে চায়। মেঘাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সে বলে,''আমি আমার সাফল্য আমার পরিবার ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।'' মেঘা বড় হয়ে অধ্যাপিকা হতে চায়।তার কথায়, ''আমি গরীব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চাই,যাতে টাকার অভাবে আমার মতো কাউকে পড়াশোনার জন্য কষ্ট করতে না হয়।'' মেঘার এই সাফল্যে পরিবারের সঙ্গে গ্রামের মানুষও খুশিতে মাতোয়ারা।

কাটোয়ার অগ্রদ্বীপে ১৯২ নং বুথে সোমবার ভোট দিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার।

# মাধ্যমিকের রেজাল্ট আশানুরূপ না হওয়ায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল কাটোয়ার এক ছাত্রী !

নিজস্ব সংবাদদাতা - মাধ্যমিকের স্কুল টেস্ট পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছিল মেয়েটা।অথচ বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর জানতে পারে টেস্ট নম্বরের থেকে অনেকটাই নম্বর কম পেয়েছে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সে।কাটোয়ার পাঁচঘড়া গ্রামের বাসিন্দা পৌলমী ঘোষ এ বছর কাটোয়া দুর্গাদাসী চৌধুরী রানী বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ।

পৌলমীর এক সহপাঠীর কথায় জানা যায়,মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষায় ৫৭৭ নম্বর পেয়ে পাশ করলেও, মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর জানতে পারে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪১৩।পাস করেছিল পৌলোমী।কিন্তু এই নম্বর মেনে নিতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে।আকস্মিক এই ঘটনা মেনে নিতে পারছে না পৌলমীর সহপাঠী থেকে শুরু করে প্রতিবেশীরা।কান্নায় ভেঙে পড়েছে পৌলমীর বাবা-মা। এলাকায় শোকের ছায়া।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জির সমর্থনে ধনেখালি কলেজ মোড় থেকে হারপুর পর্যন্ত মঙ্গলবার রোড শো করলেন মিঠুন চক্রবর্তী।

(প্রথম পাতার পর)

# পদ্ম কাঁটা সরিয়ে হুগলিতে কি এবার ফুটতে চলেছে ঘাসফুল

প্রকট।একেবারে নড়বড়ে অবস্থা বিজেপির।এরকম দুর্বল সংগঠন নিয়ে ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করা লকেটের পক্ষে খুব একটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপর প্রতিপক্ষ আবার জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল দিদি নং ১ খ্যাত অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি। সাংগঠনিক দিক থেকেও তৃণমূল বেশ শক্তিশালী। তৃণমূলে যে গোষ্ঠী কোন্দল নেই,তা নয়।বলাগড়ের মতো দু'এক জায়গায় তৃণমূলের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব থাকলেও তা খুব প্রকট নয়।ফলে এবারের লড়াইটা যে কঠিন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন হুগলির বিদায়ী সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি। লকেটের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ,বিগত পাঁচ বছরে এলাকায় তাকে সেভাবে দেখা যায় নি। করোনার সময় হুগলির মানুষ তাকে সেভাবে কাছে পায় নি।সাংসদ কোটায়ন্ধ উন্নয়নও চোখে পড়ার মতো নয়। এছাড়াও হুগলিতে লকেটকে প্রার্থী করা নিয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অনেকের মধ্যেই আছে চাপা ক্ষোভ।ক্রমশ তার বহিঃপ্রকাশও ঘটছে।চুঁচুড়া,চন্দননগর সহ হুগলির বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই লকেটের বিরুদ্ধে পড়েছে ''নিখোঁজ'' পোস্টার। আবার ভোটের মুখেও দলে বড় সড় ভাঙন! ভোটের আবহেই দল বদল করলেন হুগলির বিজেপির দুই পদাধিকারী। শনিবার রচনা ব্যানার্জির হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার তফসিলি মোর্চার সভাপতি নীহার মন্ডল এবং বিজেপির বাঁশবেড়িয়া মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি প্রলয় মিত্র।এর ফলে বিজেপি যে আরও ব্যাকফুটে চলে গেল, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দলীয় কোন্দল মিটিয়ে নিজের ঘরই এখনও ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারলেন না লকেট। এছাড়াও বিজেপির সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে 'মুখ'। বুথ স্তরে কর্মীর বড় অভাব।ভালো কোনো মুখ নেই।ফলে রচনার থেকে প্রচারে অনেকটাই পিছিয়ে লকেট। অপরদিকে,রচনা ব্যানার্জি রাজনীতিতে নবাগত হলেও জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের দৌলতে মা বোনেদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত মুখ। তাছাড়া হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভাও তৃণমূলের দখলে। সাংগঠনিক দিক থেকেও হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল খুব মজবুত। এখনও পর্যন্ত সংখ্যালঘু ভোটারদের অধিকাংশই তৃণমূলের পক্ষে। আবার লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো জনপ্রিয় প্রকল্পের দৌলতে বেশিরভাগ মহিলা ভোটারই তৃণমূলের পক্ষে। রচনার সমর্থনে হুগলিতে সভা করেছেন মমতা,অভিষেক। ফলে তৃণমূলের জোশ আরও বেড়েছে। অনেকেই বলছেন, রচনার জেতাটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। উনিশে হুগলি থেকে লকেট জিতলেও ধনেখালি থেকে শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছিল লকেটকে। এবারও রচনার ভাগ্য নির্ধারণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ধনেখালি। তৃণমূল সূত্রে খবর,ধনেখালি থেকে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ভোটে লিড পাবে রচনা। যদিও লকেটের দাবি, এবার ধনেখালি থেকে তিনি কুড়ি হাজার ভোটে লিড পাবেন। কিন্তু ধনেখালিতে বিজেপির সাংগঠনিক যা অবস্থা তাতে লকেটের এ আশা কতটা পূরণ হবে তা সময়েই বলবে। লকেটের সমর্থনে ইতিমধ্যেই ধনেখালিতে পথসভা করেছেন শুভেন্দু,চুঁচুড়ায় সভা করেছেন মোদী। কিন্তু বিজেপি এখনও সেভাবে প্রচারে ঝড় তুলতে পারেনি। হুগলির আকাশে বাতাসে এখন কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে লকেট এবারে হারছে,রচনা জিতছে।

ধনেখালির হারপুর এলাকায় লক্ষ্মীর ভাঁড় হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা।

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

# আশা নিরাশার ফলাফল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা - মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর থেকেই চারিদিকে খুশির হাওয়া। ফুল মালা,মিষ্টি নিয়ে চলছে কৃতিদের সম্বর্ধনা। লোকসভা ভোটের মধ্যেই পাশের শতাংশের হার দেখে সরকারের ঢালাও নম্বর দেবার কথা বললেও কেউ কেউ ছাত্রদের পাশের হার কম হওয়ায় চিন্তা প্রকাশ করেছেন। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ১২ হাজার ৫৯৮ জন।তারমধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৯০০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮ হাজার ৬৯৮ জন।ছাত্রদের পাশের হার ৮৯.২১ শতাংশ ও ছাত্রীদের ৮৩.৯০ শতাংশ, গতবছরের তুলনায় ছাত্রীদের অবস্থান ভালো। গত বছর ছাত্রীদের পাশের হার ছিল ৮৩.০৫ শতাংশ। মেয়েদের পাশের হার বা সংখ্যা বৃদ্ধিতে স্বভাবত সবাই সরকারি সুবিধার ইতিবাচক সাফল্য বলেই মনে করছেন। তবে উল্লেখ্য যে, পাশের শতাংশের হার বাড়লেও সার্বিক ভাবে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী,এ বা এ প্লাস ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রশ্নই স্কোরিং। তাইপ্রশ্ন উঠছে, এতো পাশের হার হলেও মেধা কি তবে হারিয়ে যাচ্ছে ? যেখানে এতো নম্বর পাবার সুযোগ রয়েছে সেখানে এতো কম সংখ্যক ছেলেমেয়ে কেন ভালো নম্বর পাচ্ছে ? বিগত দিনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা অনুসন্ধানে করোনাকালের অনলাইন ক্লাসের কুফলকে দায়ী করা হয়েছে। তবে দু'বছর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। তাতেও মেধার উন্নতি না হওয়ায় শিক্ষা মহলের একাংশের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা,অতি সাম্প্রতিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ায় ছাত্রছাত্রীরা সঠিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। শিক্ষকের অভাব, বেহাল ক্লাসরুম, বেশিরভাগ সময়ই স্কুল বন্ধ থাকায় সময়ে সিলেবাস শেষ না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটছে। ছাত্রীদের পাশের হারে সবাই উচ্ছসিত হলেও মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে ছাত্ররা বেশি। অনেকে বলছেন, সেমিস্টার ভিত্তিক সিস্টেম চালু হলে অবস্থার উন্নতি হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলদের তালিকায় উত্তর ও পশ্চিমের জেলার সাফল্য সব থেকে বেশি, তুলনামুলকভাবে কলকাতা ও শহরতলী থেকে সফল কম। মাধ্যমিকে প্রথম দশে ৫৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পূর্ব মেদনিপুরের ৭ জন, বাঁকুড়ার ৪ জন, মালদার ৪ জন,কোচবিহারের ২ জন। পাশের হারে শীর্ষে কালিম্পং ,৯৬.২৬ শতাংশ। মাদ্রাসাতেও বেড়েছে ছাত্রীদের পাশের হার।উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কিন্তু মেয়েরা বেশি ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। ৯০ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করা ছাত্র সংখ্যা যেখানে ৩৫৫২, সেখানে ছাত্রী সংখ্যা ৪৭৭৯।প্রশ্নটা সেখানেই,তবে কি মাধ্যমিক পাশের পর ছাত্ররা হারিয়ে যাচ্ছে ? উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বলছেন,বেশির ভাগ ছাত্র একাদশে ভর্তি হতে চাইছে না। বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রথাগত শিক্ষার উপর ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছে ছাত্ররা।এমনিতেই অনেক স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠনের পরিকাঠামো নেই। অতি সম্প্রতি বীরভূম জেলার বেশ কিছু স্কুলে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি বন্ধ করা হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। মূলত,স্কুল কলেজের শিক্ষার পরে সবাই সরকারি চাকরির আশা করে। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে চাকরির হাল বেহাল। তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর ছাত্ররা আর ভরসা করতে পারছে না। প্রথাগত শিক্ষা তার বিশ্বাস যোগ্যতা হারাচ্ছে। বেশীর ভাগই মাধ্যমিক পাশের পর পলিটেকনিক,প্যারা মেডিক্যাল কোর্সের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বাড়ছে। বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে না। ভোকেশনাল কোর্সও যোগ্যতা তৈরি করতে পারছে না। পরিপূরক সত্তার ফাটল ধরছে। অন্যদিকে,উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েদের সংখ্যা তুলে ধরে অনেকেই বলছেন,২০১০ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে যেখানে ছেলে মেয়ের অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫,এখন সেটা ৪৪ঃ৫৬। বেড়েছে সার্বিক পাশের হারও,বিশেষ করে কলা বিভাগে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পাল্লা দেবার জন্য মেধাকে আপস করে বাড়ানো হচ্ছে নম্বর। তবে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এতো ভালো ফলাফল হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে তার কতটা প্রভাব ফেলছে সেটা কিন্তু ভেবে দেখার সময় এসেছে। অনেকে বলছেন,কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্যই মেয়েদের এই ব্যাপক অগ্রগতি। যদিও তথ্য বলছে,বঙ্গে বাল্য বিবাহ বাড়ছে। অন্যদিকে, পরীক্ষার ফলাফলকে হাতিয়ার করে মেয়েদের প্রগতির দিকটা তুলে ধরলেও বঙ্গে মেয়েদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন করছে বিরোধিরা। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারি সুযোগ সুবিধার জন্য মেয়েরা নামমাত্র স্কুলে রয়েছে, আসলে মেয়েদের সার্বিক উন্নতি হয়নি। তাছাড়া,অনেক স্কুলেই বিজ্ঞান পড়ানোর মত পরিকাঠামো নেই। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর কলেজের সিটে তার ব্যবধান বাড়ছে। যদিও বেশ কয়েকবছর যাবৎ একাদশের ভর্তির মত কলেজেগুলোতেও ভর্তির অবস্থা করুণ। একপ্রকার হাতে গোনা ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্লাস চলছে। তাই এতো সাফল্যের পরেও দুশ্চিন্তার মেঘ যেন কাটছে না। এরই মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা স্বপ্ন দেখছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,অধ্যাপক হবার। সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হোক,এটাই সবাই চায়।

(প্রথম পাতার পর)

## এক নজরে

৭৬ বছর পরেও যদি রেশনে ফ্রি'তে চাল দিতে হয় তাহলে বোঝাই যাচ্ছে দেশ কতটা এগিয়েছে !

● বিগত দশ বছরে দেশের আর্থিক অবস্থা তলানিতে। ক্রয় ক্ষমতা কমেছে মানুষের। সাধারণ গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের অবস্থা সঙ্গীন। মানুষের আর্থিক উন্নয়নে সঠিক দিশা নেই সরকারের,অভিযোগ।

● হাজিপুর নতুন মসজিদে চুরির ঘটনায় হাওড়া থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত, চুরি হওয়া প্রায় ৮৩ হাজার টাকা উদ্ধার করে মসজিদ কমিটির হাতে তুলে দিল ধনেখালি থানার পুলিশ।

● উচ্চ মাধ্যমিকে ষষ্ঠ মেমারির আফরিন মন্ডল, প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১ ।

● প্রকাশিত হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। উচ্চ মাধ্যমিকে এবারে পাশের হার ৯০ শতাংশ, প্রথম আলিপুরদুয়ারের অভীক দাস,প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬ ।

● ধনেখালিতে একেবারে নড়বড়ে অবস্থা বিজেপির। বুথে বুথে সেভাবে দেখাই যাচ্ছে না কর্মী সমর্থকদের। ধনেখালি থেকে এবারেও হয়তো খালি হাতেই ফিরতে হবে লকেটকে !

● সামগ্রিক যা পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত হুগলিতে রচনার পাল্লাই ভারী। তৃণমূলের তেজি সংগঠন আর লক্ষীর ভান্ডার-ই ভোট বৈতরণী পার করিয়ে দেবে রচনাকে,বলছেন অনেকেই।

● চাকরি আপাতত বহাল থাকলেও কাঁটা মুচলেকা। 'অযোগ্য নই'এই মর্মে দিতে হবে মুচলেকা। অযোগ্য প্রমাণিত হলে সব বেতন ফেরত দিতে হবে,অন্তর্বর্তী রায়ে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● সুপ্রিম স্বস্তিগ্ধ পুরোপুরি মিলল না। সুপ্রিম কোর্টের অন্তবর্তী রায়ে ১৬ জুলাই পর্যন্ত চাকরিতে আপাতত বহাল হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা ২৫৭৫৩, যোগ্য-অযোগ্য সকলেই। তবে ২৫৭৫৩ জনকেই দিতে হবে মুচলেকা। যারা এখন চাকরি করবে তাদের মুচলেকা জমা দিতে হবে যে তারা অযোগ্য প্রার্থী নয়।অযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হলে সব বেতন ফেরত দিতে হবে। আজ সুপ্রিম কোর্টে দুর্নীতির কথা কার্যত স্বীকার করে নিল এসএসসি। ৮৩২৪ জন যে অযোগ্য সে কথা সুপ্রিম কোর্টে স্বীকার করে নিল এসএসসি। বেআইনি নিয়োগের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত জারি থাকবে বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ জুলাই।

● হুগলির পান্ডুয়ায় বোমা বিস্ফোরণে মৃত ১,গুরুতর জখম ২

● চিকিৎসক নেই,সিঙ্গুর হাসপাতালে 'মেয়াদ উত্তীর্ণ' মেশিনে টেকনিশিয়ান দিয়ে মহিলাদের ইউএসজি করার অভিযোগ তুলে সরব হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি।

● খানাকুলে তৃণমূল প্রার্থীর গাড়িতে হামলা ! কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রার্থী।দিলেন হুঁশিয়ারি।খানাখুলে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতালি বাগের গাড়িতে হামলার অভিযোগ।অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে।

● সিপিএম আতঙ্ক এখনও যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে তৃণমূল আর বিজেপিকে।প্রধানমন্ত্রী,মুখ্যমন্ত্রী সবার নিশানায় এখন বামেরা। অনেকেই বলাবলি করছেন শূন্য পাওয়া দলকে এত ভয় কিসের ?

● শুক্রবার প্রকাশিত হল হাই মাদ্রাসা,আলিম এবং ফাজিলের ফল।বাড়ল পাশের হার।এবারে হাই মাদ্রাসায় পাশের হার ৮৯.৯৭ শতাংশ,আলিমে ৯২.১৭ শতাংশ এবং ফাজিলে ৯২.৮৯ শতাংশ।৭৭৮ নং পেয়ে হাই মাদ্রাসায় প্রথম মালদার শাহিদুর রহমান,৮৬০ নং পেয়ে আলিমে প্রথম উত্তর ২৪ পরগণার ইরফান হোসেন, ফাজিলে ৫৫৯ নং পেয়ে প্রথম সহিদুল সাঁপুই।আলিমে ষষ্ঠ ধনেখালির হেনোপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র হাবিবুর রহমান, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৫ ।

● দক্ষিণের রাজ্য গুলোতে বিজেপির অবস্থা মোটেও ভালো নয়।সেজন্যই টার্গেট পশ্চিমবঙ্গ।যেন তেন প্রকারেণ বাংলা থেকে ৩০/৩৫ টি আসন নেবার জন্য দিবা স্বপ্ন দেখছে বিজেপি !

● আদালতের থাপ্পড় খাবার পরই ডিগবাজি খেল এসএসসি। আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে জানিয়ে দিল যোগ্য-অযোগ্য চাকরিহারা বাছাই করা সম্ভব।

● ৬৯৩ নং পেয়ে মাধ্যমিকে প্রথম কোচবিহারের চন্দ্রচূড় সেন। ৬৯২ নং পেয়ে দ্বিতীয় পুরুলিয়ার সাম্যপ্রিয় গুরু। এবারে মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.৩১ শতাংশ।মেধা তালিকায় আছেন ৫৭ জন।

● ''ভোট হবে কাজের নিরিখে। ধর্ম কখনও ভোট নির্ধারণ করতে পারে না'', হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জির সমর্থনে মঙ্গলবার ধনেখালির মদনমোহনতলার সভা থেকে বিভেদের শক্তির বিরুদ্ধে রচনা ব্যানার্জিকে জয়যুক্ত করার আহবান জানালেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

● করোনা ভ্যাকসিন কোভিশিল্ডের রয়েছে তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া,বিরল রোগ হতে পারে ! চাপে পড়ে আদালতে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাস্ট্রোজেনেকা।

● ''মোদী যাক,দেশ থাক'', হুগলির সপ্তগ্রামের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● ''আগামী দিনে আপনারা যদি আমাকে ভরসা করেন,আমার পাশে থাকেন, আপনাদের সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আমার।আপনাদের সব্বাইকে ভালো রাখার দায়িত্ব আমার'', শনিবার হুগলির সপ্তগ্রামে নির্বাচনী জনসভায় বললেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি।

● ''আপনার পাশে বসাও পাপ'', রচনা ব্যানার্জির সমর্থনে শনিবার হুগলির সপ্তগ্রামের সভা থেকে রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● বীরভূমে ভোট কেন্দ্রে ডিউটিরত অবস্থায় মারা গেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান,নাম মহেন্দ্র সিং,বয়স ৫৫ বছর, বাড়ি উত্তরাখণ্ড।

● দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সোমবার সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন হল চতুর্থ দফা লোকসভা নির্বাচন। এদিন পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে দিলীপ ঘোষের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন দিলীপ ঘোষ। অভিযোগ,সেই সময় এক তৃণমূল কর্মীকে ধাক্কা দেন দিলীপ ঘোষ। আর তাতেই উত্তেজনা চরমে ওঠে। পুলিশি ঘেরাটোপে এলাকা ছাড়েন দিলীপ ঘোষ। বর্ধমান কালনাগেট কপিবাগানেও দিলীপ ঘোষের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। অভিযোগ,গাড়ির নিরাপত্তারক্ষীদের লাঠির ঘায়ে জখম হন ৫ জন তৃণমূল কর্মী। দু'জন নিরাপত্তারক্ষীও আহত হয়েছেন বলে দাবি করেন বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।। ফলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

● হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জির সমর্থনে ধনেখালি কলেজ মোড় থেকে হারপুর পর্যন্ত মঙ্গলবার রোড শো করলেন মিঠুন চক্রবর্তী।

● শতাংশের হিসেবে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে জামালপুর ব্লকে,৮৫.৩০ শতাংশ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com